দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে জেন্ডার সমতা প্রসারের জন্য কমলা ভাসিন পুরস্কার

এই পুরস্কারের মাধ্যমে প্রতি বছর দক্ষিণ এশিয়ার দুই ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়:

- দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে চিরাচরিত নয় এমন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত নারীদের উদযাপনের জন্য একটি পুরস্কার
- জেন্ডার সমতা জন্য কাজ করা পুরুষদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি পুরস্কার

উভয় পুরস্কার বিভাগেই সিআইএস এবং ট্রান্স পুরুষ ও মহিলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

পুরস্কার হিসেবে রয়েছে:
একটি ট্রফি সহ ১ লাখ টাকার প্রাইজমানি।

এটি পুরস্কারপ্রাপ্তদের সহ-শিক্ষা এবং দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে কর্মরত পরিবর্তনমুখী সংগঠন, সংস্থা, দাতাদের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং নেটওয়ার্ক বাড়ানোর একটি দুর্দান্ত সুযোগ।

কারা আবেদন করতে পারেন?

আমরা আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ এশীয় নাগরিকদের থেকে আবেদনের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যারা দক্ষিণ এশিয়ার যেকোনো দেশে বসবাস করছেন এবং কাজ করছেন।

আটটি দেশের সব সরকারি ভাষায় আবেদন গ্রহণ করা হবে।

পুরস্কারের বিভাগ

1. অপ্রচলিত জীবিকার (NTL) একজন মহিলা (cis/trans) অনুশীলনকারী
2. একজন পুরুষ (cis/trans) যিনি ছেলে/পুরুষদের সাথে জেন্ডার-সমতার পরিস্থিতি তৈরী করার জন্য কাজ করেছেন।

নির্বাচনের মানদণ্ড

ক্যাটাগরি ১

- গত ৩ বছর ধরে তার(মহিলা)/তাদের প্রসঙ্গে একটি সাধারন ভাবে প্রচলিত নয় এমন জীবিকা অনুশীলন করা

- শুধুমাত্র তার/তাদের উপার্জন নয়, তার/তাদের জীবনের উপরেও নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য নিজেকে/নিজেকে ক্ষমতায়িত করে।
- একটি পরিবর্তনে সাহায্যকারী বিষয় এবং অন্যদের জন্য সুযোগ তৈরি করেছে

সাধারনভাবে প্রচলিত নয় এমন জীবিকা হল সেগুলি যা মহিলাদের একটি নির্দিষ্ট জাতি, সম্প্রদায়, ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে অথবা তাদের যৌন প্রবণতা, তাদের জেন্ডার পরিচয়, প্রতিবন্ধকতা, তাদের বাসস্থানের কারণে তাদের চারদিকে যে কাঁচ বা একটি কংক্রিটের ছাদ এবং দেয়াল দিয়ে তাদের ঘিরে রাখা হয় তা ভেঙে দেয়। এই তালিকাটি দীর্ঘ হতে পারে এবং যেকোনো সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের কাঠামোর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অবৈতনিক কাজ এবং চলাফেরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা মহিলাদের ড্রাইভিং বা রাজমিস্ত্রির মতো পেশা গ্রহণের অনুমতি না দেওয়ার একটি কারণ, এতে তাদের দিনের এবং রাতের একটি বড় অংশ বাড়ি থেকে দূরে থাকতে হত্যা পারে।

আপনি এখানে ক্লিক করে প্রচলিত জীবিকা এবং এই অঞ্চলের কিছু উদাহরণ সম্পর্কে আরও পড়তে পারেন।

ক্যাটাগরি ২

- গত ৫ বছরে পুরুষ/ছেলেদের সাথে জেন্ডার-ন্যায়সঙ্গত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে কাজ করা।
- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ক্ষেত্রে অবদান রাখার মাধ্যমে, নারীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে, সকল প্রকার জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা এবং জেন্ডার সংক্রান্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করে ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনে ক্ষতিকর পুরুষত্বের মোকাবিলা করা।
- একটি পরিবর্তনকারী বিষয় এবং জেন্ডার ন্যায়সঙ্গত বিশ্ব গঠনে অন্যান্য পুরুষদের প্রভাবিত করেছে।

জেন্ডার সমতা প্রচারে যুবক এবং পুরুষদের জড়িত করা একটি ক্রমবর্ধমান আন্দোলন। কমলার স্লোগান, "মানসম্পন্ন পুরুষেরা সমতাকে ভয় পায় না," পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ করার পুরুষদের গুরুত্ব তুলে ধরে। এই বিভাগটির লক্ষ্য এমন পুরুষদের স্বীকৃতি দেওয়া যারা তাদের জীবনে পিতৃতান্ত্রিক অনুশীলনগুলি পরীক্ষা করেছেন, তাদের বিশেষাধিকারগুলি স্বীকার করেছেন এবং পিতৃতন্ত্রের সীমাবদ্ধতাগুলিকে স্বীকার করেন। আমরা এমন পুরুষদের খুঁজছি যারা ক্ষতিকারক অভ্যাসের মোকাবিলা করতে, নারী ও যৌন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বিরোধিতা করতে, গৃহপালিত পরিচর্যার কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে এবং নারী ও ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের তাদের অধিকার দাবি করার জন্য সক্রিয়ভাবে অন্য পুরুষদের সাথে কাজ করে। আমাদের লক্ষ্য হল এই পরিবর্তন এজেন্টদের একে অপরের কাছ থেকে শেখার জন্য সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা এবং অন্যদের জেন্ডার সমতার পক্ষে সমর্থন করার জন্য অনুপ্রাণিত করা।

সময়সূচী

৮ মার্চ, ২০২৫: আবেদন প্রক্রিয়ার সূচনা
জুন ৩০, ২০২৫: আবেদন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি
জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২৫: প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং সাক্ষাৎকার
অক্টোবর ২০২৫: বিজয়ীদের ঘোষণা
২৭ নভেম্বর, ২০২৫: তেওয়া, ললিতপুর, নেপালে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

পুরস্কার সম্পর্কে

দক্ষিণ এশিয়ার নারীবাদী আন্দোলনের আদর্শ কমলা ভাসিনের স্মরণে এই পুরস্কার। তিনি জীবিকার অপ্রচলিত উত্সগুলিতে জড়িত মহিলাদের একজন শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন। কমলা, লিঙ্গ সমতার দিকে পুরুষদের সাথে

জড়িত হওয়ার প্রয়োজনীয়তারও সমর্থন করেছিলেন এবং জনপ্রিয় স্লোগান নিয়ে এসেছিলেন "মানসম্পন্ন পুরুষেরা সমতাকে ভয় পায় না"।

বিচারকমণ্ডলী

অনু আগা (ভারত), বিন্দা পান্ডে (নেপাল), খুশি কবির (বাংলাদেশ), মুনিজ জাহাঙ্গীর (পাকিস্তান) নমিতা ভান্ডারে (ভারত), রাধিকা কুমারস্বামী, চেয়ার (শ্রীলঙ্কা)

পুরস্কার অংশীদার

আজাদ ফাউন্ডেশন, আইপার্টনার ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইন্ডিয়া

পুরস্কার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন www.kamlabhasinawards.org

Hosting Partner: